যুগান্তর

তারিখ 17 JUL 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিন্ন আইন

চলমান সংস্কারের ঢেউ লাগিয়াছে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও। ইহাকে শুভ লক্ষণই বলিতে হইবে। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন— বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এপেক্স বডি হিসাবে সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধনের উদ্যোগ লইয়াছে। অধ্যাদেশের নাম করা হইয়াছে ইউনিফর্ম অর্ডিন্যান্স ফর পাবলিক ইউনিভার্সিটিজ অব বাংলাদেশ ২০০৭। বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিজ নিজ আইন দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। ফলে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব প্যাটার্নে পরিচালিত হওয়ায় শিক্ষাঙ্গনে নানা সমস্যা তৈরি হয়। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি শাসিত পরিবেশ রচিত হইয়াছে, উহা শিক্ষার অনুকূল নহে। ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের সুযোগ লইয়া একশ্রেণীর শিক্ষক দলীয়করণে মাতিয়া উঠেন। ইহার প্রতিকার জরুরি। রবিবার মঞ্জুরি কমিশন শিক্ষা উপদেষ্টার নিকট এতদসংক্রান্ত অর্ডিন্যান্সের খসড়া উপস্থাপন করিয়াছে। সেইখানে বলা হইয়াছে, ক্যাম্পাসে শিক্ষক রাজনীতি, একাডেমিক, প্রশাসনিক ও নীতিনির্ধারণী সংস্থায় কোন নির্বাচন করা যাইবে না। সার্চ কমিটির মাধ্যমে উপাচার্য নিয়োগ, বয়োজ্যেষ্ঠ অধ্যাপক হইবেন ভিন, অভিন্ন আর্থিক নীতিমালা অনুযায়ী চলিবে বিশ্ববিদ্যালয়। ইহার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতিও নিষিদ্ধ করা হইবে। ইউজিসি প্রণীত এই খসড়ার আলোকেই একটি গ্রহণযোগ্য অর্ডিন্যান্স করিবে সরকার। সার্চ কমিটির মাধ্যমে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, ভিন ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ যথার্থ বিবেচিত হইবে। ক্যাম্পাসে রাজনীতি সীমিতকরণ কেবল শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী— সকলের জন্যই প্রযোজ্য হইবে। তবে রাজনীতির সংজ্ঞা লইয়া বিতর্ক থাকিতে পারে। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করিবার যে রাজনীতি উহার বিরোধিতা কেহই করিবে না। শিক্ষক কিংবা শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসের বাহিরে রাজনীতি করিতে পারিবেন। শিক্ষায়তন থেকে সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির অবসানই হইবে নূতন আইনের লক্ষ্য। অন্যথায় উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন সম্ভব নহে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আচরণবিধিও কঠোরভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে। দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষকগণের অধিকাংশই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের। উচ্চ বেতন ও ভাতাদির কারণে তাহারা সেইখানে যান। ইহাতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় বৈকি। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বেতন-ভাতা বৃদ্ধি পাইলে এই প্রবণতা কমিবে। উপাচার্যের অবস্থান অবশ্যই একজন সচিবের উপরে হওয়া জরুরি। প্রত্যেক অধ্যাপকের পদ হইবে সচিবের সমতুল্য। বেতন-ভাতা ইত্যাদির ব্যাপারে যুগের সহিত তাল মিলাইয়া পুনর্নির্ধারণ করা প্রয়োজন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কেবল বিজনেস অরিয়েন্টেড বা চাকুরি ক্ষেত্রে চাহিদা আছে এমন বিষয়গুলিই অধ্যয়নের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। সেইক্ষেত্রে প্রকৃত বিজ্ঞানচর্চা, সৃজনশীলতা, সামাজিক কল্যাণ, মানববিদ্যাসহ মানুষের সৃজনী ভাবনার বিষয়গুলি থাকে উপেক্ষিত। ইউসিজি যেহেতু নিয়ন্ত্রক বডি, সেই কারণে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যাহাতে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইতে পারে, সেইদিকে নজরদারি জরুরি। সন্দেহ নাই, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে পশ্চিমা বিশ্বের চাইতে আমরা বহু পিছনে পড়িয়া আছি। আজকে আমাদের দেশের বেসরকারি শিক্ষা পণ্যে পরিণত হইবার পিছনে রহিয়াছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষা সংস্কার না করা। কর্মভিত্তিক শিক্ষাকেই প্রয়োগবাদীরা অধিক মূল্যবান মনে করিতেছে। এই বিষয়গুলি উপলব্ধি করিতে হইবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসিকে। শিক্ষা উপদেষ্টা যেই দুইটি বিষয়ে দ্বিমত প্রকাশ করিয়াছেন উহা যথার্থ। সাবেক বিচারপতিদের শিক্ষা কাঠামোর মধ্যে না আনাই যুক্তিযুক্ত। সেই জায়গায় খ্যাতনাম শিক্ষাবিদদের উপযোগিতা অনেক বেশি। প্রশাসনিক পদে সৎ ও উপযুক্ত লোক বাছাই হইতে শুরু করিয়া পুরনো আইন সংশোধন— পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে সংস্কার জরুরি হইয়া পড়িয়াছে।